দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শূন্যতা

খুলনা বিভাগের প্রায় দুই হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নাই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) অনুমোদন না পাওয়া ও পদোন্নতি বঞ্চিতদের মামলার কারণেই মূলত সৃষ্টি হইয়াছে এই শূন্যতা। সম্প্রতি ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, খুলনা বিভাগের ৬০টি উপজেলায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মঞ্জুরিকৃত প্রধান শিক্ষকের পদের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। কিন্তু উক্ত বিভাগের ২৫ শতাংশ বিদ্যালয়েই শূন্য অবস্থায় রহিয়াছে প্রধান শিক্ষকের পদ। অর্থাৎ গড়ে প্রতি চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি চলিতেছে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই। এমতাবস্থায় মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে বিদ্যালয়গুলির স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম।

শুধু খুলনাতেই নহে, অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বিরাজমান। জানা যায়, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অনুমোদিত প্রধান শিক্ষকের পদসংখ্যা ৬০ হাজারেরও অধিক। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই পদটি শূন্য রহিয়াছে প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা উপ-পরিচালক কার্যালয়ের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হইবার কারণে তাহাদের নিয়োগ চূড়ান্তকরণে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনুমোদন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা এবং সিনিয়র শিক্ষকদের দীর্ঘদিন যাবৎ পদোন্নতি আটকাইয়া থাকিবার দরুন তাহাদের করা মামলার কারণেই মূলত পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদগুলি। পাশাপাশি রহিয়াছে সহকারী শিক্ষকের ঘাটতিও। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, দেশের ৩৮ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর মতে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি ৪৬ শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক থাকা বাঞ্ছনীয়। বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার মানপূরণে বিশ্বব্যাপীই অনুসৃত হইতেছে এই পন্থা। অথচ, আমাদের দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এখন পর্যন্ত তাহা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নাই।

একটি বিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও মনিটরিংসহ সকল বিভাগের দেখভাল করিবার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। সহকারী শিক্ষকদের নেতৃত্বদান, ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধনসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায়ও প্রধান শিক্ষকের পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান শিক্ষক না থাকিবার কারণে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে শুধু যে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ ব্যাহত হইতেছে তাহাই নহে, গুরুতর অবনতি ঘটিতেছে শিক্ষা কার্যক্রমেরও। আর এই পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হইলে সরকারের সর্বোচ্চ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সুদূরপরাহতই থাকিয়া যাইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর